ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 183 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৩৯ ● কলকাতা ● ০২ পৌষ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

যুবভারতী স্টেডিয়ামে ঢুকতে 'বাধা' শুভেন্দুকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যপালের পর রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। যুবভারতী স্টেডিয়ামে ঢুকতে গিয়ে বাধার মুখে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঢুকতে না পেয়ে ফেরত যান তিনি। যুবভারতীকাণ্ডের পর বুধবার সকালে স্টেডিয়ামে যান শুভেন্দু। সেখানে তাঁকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তার কিছুক্ষণ আগেই অবশ্য রাজ্যের তৈরি করা 'সিট'এর উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্তারা স্টেডিয়াম পরিদর্শন করে যান।শুভেন্দু বলেন, "ওরা নিজেরাই পালিয়ে গিয়েছেন দরজা বন্ধ করে।" গত শনিবারও অর্থাৎ ঘটনার দিন সন্ধ্যাতেও রাজ্যপাল গিয়েছিলেন স্টেডিয়ামে। গেট বন্ধ ছিল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ফেরত যান। পরের দিন ফের যান রাজ্যপাল।এদিনও যুবভারতীর বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "আমরা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে মমতা

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 146

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

শেষে এক গুহার বাইরে বেরোই আর সামনের যা দৃশ্য ছিল তা ছিল খুব মনোরম। প্রকৃতির এক বিরল দৃশ্য ছিল, এক বড় জলপ্রপাত ছিল। আমরা গুহার বাইরে জলপ্রপাতের একদম পাশেই বেরিয়েছিলাম। পরে ঐ জলপ্রপাত এক বড় গুহার ভিতর যাচ্ছিল এবং জলের সাথে সাথে ঐ গুহার ভিতরে চলছিলাম। ভিতরের দৃশ্য খুবই সুন্দর ছিল।

ক্রমশঃ

স্কুলে নাবালিকাদের শ্লীলতাহানির ঘটনার প্রেক্ষিতে পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে QR কোড চালু করল ঝাড়গ্রাম জেলা SFI

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

স্কুল থেকে কলেজ—ছাত্রছাত্রীদের যেকোনো সমস্যা সরাসরি জানানোর সুযোগ করে দিতে অভিনব উদ্যোগ নিল বাম ছাত্র সংগঠন SFI। বুধবার সকালে ঝাড়গ্রাম শহরের শহীদ স্মৃতি ভবন, SFI -র জেলা কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ঝাড়গ্রাম জেলা SFI-র পক্ষ থেকে একটি QR কোড ও হেল্প লাইন নাম্বার প্রকাশ করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের জেলা সম্পাদক মধুশ্রী মজুমদার জানান, স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা তাঁদের পড়াশোনা সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা এই QR কোড স্ক্যান করে সংগঠনের কাছে জানাতে পারবেন। শিক্ষক সংকট, ভাতা না পাওয়া, প্রশাসনিক অবহেলা কিংবা পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ—সব বিষয়ই এই মাধ্যমে SFI-র নজরে আসবে বলে তিনি জানান।এই উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে ঝাড়গ্রামের সাম্প্রতিক এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথাও উঠে আসে। বিদ্যালয় যেখানে শিশুদের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ গঠনের অন্যতম আশ্রয়স্থল, সেখানেই নাবালিকাদের উপর শ্লীলতাহানির অভিযোগে প্রশ্নের মুখে পড়েছে স্কুল প্রশাসন ও সমাজ। গত শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার মানিকপাড়া হাইস্কুলে কন্যাশ্রির ফর্ম ফিলাপের নাম করে ডেকে এনে বিদ্যালয় চত্বরে দুই নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান অমল দাসের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলা SFI নেতৃত্বের দাবি, এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে এবং ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা দ্রুত সংগঠনের নজরে আনতেই QR কোড চালু করা হয়েছে। পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের নিরাপত্তা ও ন্যায্য অধিকারের দাবিতে সংগঠন আরও সক্রিয় ভূমিকা নেবে বলেও জানান নেতৃত্বরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি রজত ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

খসড়া তালিকায় নাম রয়েছে, তার পরও কেন ডেকে পাঠাবে কমিশন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তালিকা দেখা যাচ্ছে ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইটে। সেখানে গিয়ে অনেকে খসড়া তালিকায় নিজের নাম সার্চ করে দেখছেন। কিন্তু এতেই কি নিশ্চিন্ত থাকা যাবে? ইলেকশন কমিশন সূত্রে খবর, না। খসড়া তালিকায় নাম থাকলেই যে কেউ নিশ্চিন্তে থাকবে যে তার নাম ফাইনাল লিস্টে থাকবে, এমন নয়। তাহলে? খসড়া তালিকায় নাম থাকলে তাকে ডেকে পাঠানো হতে পারে?যাঁরা যাঁরা এনুমারেশন ফর্ম জমা করেছেন, তাঁদের সকলেই রয়েছেন খসড়া তালিকায়। এবার স্ক্রুটিনি ও প্রোজেনি ম্যাপিং শুরু করবে কমিশন। আর তারপরই একে একে এই সব গরমিল যুক্ত নামগুলোকে হিয়ারিংয়ে ডেকে পাঠাবে নির্বাচন কমিশন। তাই, খসড়া তালিকায় নাম আছে মানেই আপনি নিশ্চিন্ত, এমন কিন্তু নয়। কোনও কারণে আপনার তথ্যে কোনও সমস্যা থাকলে বা আপনাকে নিয়ে কমিশন যদি সন্দেহ করে, তাহলে কিন্তু আপনার সমন আসবে। আর তার জন্য আগে থেকেই বৈধ নথি নিয়ে তৈরি থাকুন আপনি।একসঙ্গে ২টো তালিকা প্রকাশ করেছে ইলেকশন কমিশন। একটা খসড়া তালিকা। আর অন্য একটি তালিকা, যে তালিকায় তাদেরই নাম রয়েছে যাদের নাম খসড়া তালিকায় নেই।

এবার এই দ্বিতীয় তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁরা কেন খসড়া তালিকায় নেই, তার বেশ কিছু কারণ রয়েছে। আর এই তালিকার সঙ্গে নামের পাশেই সেই কারণ

এরপর ৩ পাতায়

'ডিজি বাঁচাতেই শোকজ করা হয়েছে, ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নয়', কেন বাঁচানোর চেষ্টা? বললেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যুবভারতী-কাণ্ডে শোকজ করা হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে। শোকজ করল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত হয়েছে কমিটি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বে তৈরি হওয়া ওই কমিটির তরফে শোকজ করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব তলব করা হয়েছে। আজই দিতে হবে জবাব।উনিও উত্তর দেবেন।আর বলবেন দোষ পাওয়া যায়নি। ওকে বাঁচাতে শোকজ হয়েছে, ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নয়।" গত শনিবার যুবভারতীতে মেসিকে না দেখতে পেয়ে তুমুল বিশৃঙ্খলার ছবি সামনে আসে। ভাঙচুর চালায় একাংশ ক্ষুব্ধ জনতা। কয়েক মিনিটের মধ্যে তছনছ হয়ে যায় গোটা স্টেডিয়াম। ঘটনার দিন মেসি মাঠে প্রবেশ করার আগেই উপস্থিত হয়েছিলেন রাজীব কুমার। ঘটনার পর সাংবাদিক বৈঠকও করেন ডিজি। পরবর্তীতে তাঁকেই শোকজ করা হয়। তবে, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তা নজরুল ইসলাম বলছেন, সবটাই আইওয়াশ। রাজীব কুমারকে বাঁচাতেই এই শোকজ করা হয়েছে। ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নয়। নজরুলবাবু বলেন, "আমার মনে হয় রাজীব কুমার খারাপ অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে বাঁচাতেই শোকজ করা হয়েছে। রাজীব ওইদিন কী

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ডিজি বাঁচাতেই শোকজ করা হয়েছে, ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নয়', কেন বাঁচানোর চেষ্টা? বললেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তা

পোশাকে ঢুকেছিলেন মাঠে? সাদা পোশাকে? যদি ডিউটি করতে যেতেন তাহলে তো ইউনিফর্ম পরে যেতে হত তাঁকে। উনি তো ইউনিফর্ম পরে যাননি।

তার মানে ডিউটিও করতে যাননি। আর যদি ডিউটি করতে না যান, তাহলে ওইখানে ঢোকার জন্য ১০ লক্ষ টাকার টিকিট কেটে ঢুকতে হত? উনি টিকিট কাটেননি। তার মানে উনি যখন ঢুকেছেন সেটা বেআইনি ভাবে ঢুকেছেন। অতএব তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত হয়ে সাজা হওয়া উচিত ছিল।" এরপরই বিস্ফোরক অভিযোগ করে তিনি বলেন, "কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সাজা দিতে পারবেন না। কারণ, চিটফান্ড তদন্ত-কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ ছিল সেটা তিনি লোপাট করেছেন আর সেই অভিযোগে উনি অভিযুক্ত। অনেকদিন ফেরারও ছিলেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সি জিজ্ঞাসাবাদ করতেও ওঁর বাড়ি যায়। তিনি যদি সৎ অফিসার হতেন তাহলে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে উঠত না।

আর লোপাট যে তিনি করেছেন সেটা যে ধ্বংস করেছেন তা তো নয়। কোথাও সুন্দরভাবে রেখেছেন। অতএব মমতা তাঁর গায়ে হাত দিলে মুখ্যমন্ত্রীর বিপদ আছে। সেইটাই আঁচ করে মমতা ওকে বলেছেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দিতে।

(২ পাতার পর)

খসড়া তালিকায় নাম রয়েছে, তার পরও কেন ডেকে পাঠাবে কমিশন?

লেখা যে খসড়া তালিকা থেকে কোন কারণে তাঁদের নাম বাদ পড়েছে। দ্বিতীয় তালিকায় মূলত নাম রয়েছে তাঁদের, যাঁদের এনুমারেশন দিতে গিয়ে খুঁজে পায়নি ইলেকশন কমিশন। যাঁদের পরিবার জানিয়ে দিয়েছে তাঁরা মৃত।

এ ছাড়াও তাঁরাও রয়েছেন যাঁরা অন্য কোনও নির্বাচনী ক্ষেত্রে নিজেদের স্থানান্তরিত করে নিয়েছেন। কিন্তু এই যে এত তথ্যের গরমিল, বা অনেকের নাম ২০০২ সালের তালিকায় না থেকেও খসড়া তালিকায় রয়ে গিয়েছে। সেই বিষয়গুলো নিয়ে এবার ভাবনা চিন্তা শুরু করবে কমিশন। জানা গিয়েছে, এবার এই খসড়া তালিকা ধরে একটা স্ক্রুটিনি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

(১ম পাতার পর)

যুবভারতী স্টেডিয়ামে ঢুকতে 'বাধা' শুভেন্দুকে

বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করে দেওয়া কমিটিই মানি না। সেই কারণেই আদালতে গিয়েছি। ভারপ্রাপ্ত প্রধানবিচারপতির ঘরে মামলা রয়েছে। আমরা চাই, রাজ্য সরকারের প্রভাবমুক্ত তদন্ত কমিটি।

মূল অভিযোগ তো রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেই। ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব ছিল পুলিশের, সেই পুলিশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ। ক্রীড়া দফতরের বিরুদ্ধে অভিযোগ।" প্রসঙ্গত, এদিনই সকালে শীর্ষ পুলিশ কর্তা পীযূষ পান্ডের নেতৃত্বে বিশেষ দল স্টেডিয়াম পরিদর্শন করে যায়। এই টিমে রয়েছেন জাভেদ শামিম, সুপ্রতীম সরকার, মুরলীধর শর্মা।

পুলিশ কর্তারা বিধানসভার কমিশনারেটেও যান। তারপর তাঁরা যুবভারতী স্টেডিয়ামে পৌঁছন। গোটা স্টেডিয়ামের ঘুরে দেখেন তাঁরা। সূত্রের খবর, তারপরই স্টেডিয়ামের প্রত্যেকটি গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বেলা ১২টা নাগাদ স্টেডিয়ামে পৌঁছন শুভেন্দু। ছিলেন বাকি বিধায়করা। কিন্তু গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। শুভেন্দু বলেন , "গেট বন্ধ তো রাজ্যপালকেও করে দিয়েছিল। রাজ্যপালকে যদি করতে পারে, তাহলে বিরোধী দলনেতাকেও করতে পারে।" উল্লেখ্য, যুবভারতীর প্রত্যেকটি এন্ট্রি পয়েন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাইরেই আটকে যান শুভেন্দু। সঙ্গে ছিলেন আরও বিধায়করা। ঢুকতে না পেরে, বাইরে স্লোগান দিতে থাকেন বিধায়করা।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশি নেতার আস্ফালনে বড় পদক্ষেপ দিল্লির

ভারতে বসে উসকানি দিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিবৃতি দিয়ে ক'দিন আগে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রণয় বর্মাকে তলব করেছিল বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক। এবার পালটা দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম রিয়াজ হামিদুল্লাকে তলব করল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন একই সঙ্গে হবে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোটও। নির্বাচন দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকে বাংলাদেশে অস্থিরতা বেড়ে গিয়েছে। বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। পাশাপাশিই বিভিন্ন নেতাদের মুখে ভারতবিরোধী বক্তৃতাও শোনা যায়।ভারতীয় ভূখণ্ড নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করলে বড় পদক্ষেপ করা হবে, বুঝিয়ে দিল নয়াদিল্লি।

সম্প্রতি জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র নেতা হাসনাত আবদুল্লার ভারতবিরোধী মন্তব্য করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় 'সেভেন সিস্টার্স'কে ভারতের মানচিত্র থেকে আলাদা করে দেওয়ার আহ্বান জানান। শুধু তা-ই নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের উদ্বাস্তদের আশ্রয় দেবে বাংলাদেশ, এমনও বলেন। তার পরেই ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করে ভারত সরকার। এবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম রিয়াজ হামিদুল্লাকে তলব করল ভারত। সূত্রের খবর, এদিন বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কড়া পদক্ষেপ করবে দিল্লি।

মঙ্গলবার ছিল ৫৪তম বিজয় দিবস। দিনটিতে জাতীর উদ্দেশে ভাষণে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মহম্মদ ইউনুস মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান এড়িয়ে যান। গত মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক দাবি করে, শেখ হাসিনা ক্রমাগত উসকানিমূলক মন্তব্য করে চলেছেন ভারতে বসে। বাংলাদেশের নির্বাচন বানচালের প্ররোচনাও দিয়ে যাচ্ছেন লাগাতার। ভারতই তাঁকে এই সুযোগ করে দিচ্ছে। এই অভিযোগেই ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মাকে তলব করা হয়েছিল।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

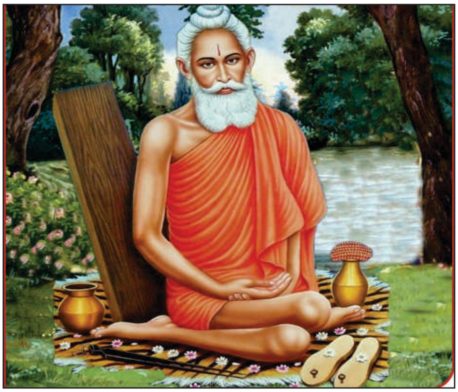

(উনচল্লিশতম পর্ব)

সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ (১ জুন, ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ) ১৬০ বছর বয়সে লোকনাথ ব্রহ্মচারী দেহত্যাগ করেন। নারায়ণগঞ্জের বারদীর শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে প্রতি বছর উনিশ জ্যৈষ্ঠ মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান উৎসব ও সপ্তাহ ব্যাপী মেলা বসে । তার এই মহাকাল প্রয়াণের দিনটিকে ভক্তি শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে স্মরণ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সরকারি কাজ করে দ্রুত পেমেন্ট পেতে পোর্টাল তৈরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, খুশি ব্যবসায়ীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলা জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে হবে। ব্যবসায়ীরা যাতে আরও বিনিয়োগ করতে পারেন তার জন্য উদ্যোগ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই আজ, বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে নয়া পোর্টালের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী।অন্যদিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডস পোর্টাল তৈরির ঘোষণা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাস্টারস্ট্রোক দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'আগে সরকারি কাজের পেমেন্ট পেতে দেরি হতো। কাজ করেও পয়সা পেতে দেরি হয়ে যেত। সেই সমস্যার সমাধানের জন্য এই পোর্টাল। কাজ শেষের কথা পোর্টালে আপলোড করলে, তার সঙ্গে যুক্ত ৭২টি ব্যাঙ্ক ও বাকি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেই ব্যবসায়ীকে নির্দিষ্ট সময়ে টাকা দিয়ে দেবে। সরকার সেটা পরে ব্যাঙ্ককে মিটিয়ে দেবে। এটা করা হচ্ছে যাতে ব্যবসায়ীরা আরও বিনিয়োগ করতে পারেন।'তার সঙ্গে কলকাতা ও শিলিগুড়িতে বাণিজ্য কেন্দ্র, ট্রেডার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড স্থাপন, ইকনমিক করিডরকে ঘিরে বাংলায় ব্যবসা আরও বাড়বে বলে বার্তা দিলেন মমতা

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অক্ষোভ্যকুলের দেবীদের সম্পর্কে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর বৌদ্ধদের দেব-দেবী গ্রন্থে বলেন:

"সাধারণতঃ ইহাদের বর্ণ নীল এবং পুরুষ-সন্ততির ন্যায় প্রায় সকলেই ভীষণদর্শনা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অধ্যাপক প্রণব বর্ধন অধ্যাপক সি. আর. রাও শতবর্ষ স্মারক স্বর্ণপদকে সম্মানিত হলেন

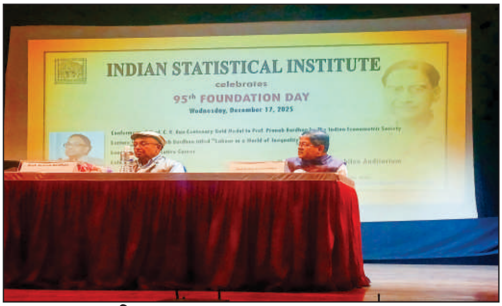

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫

ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের অধীন জাতীয় গুরুত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই) আজ কলকাতার আইএসআই প্রাঙ্গণে অবস্থিত প্লাটিনাম জুবিলি অডিটোরিয়ামে তাদের ৯৫-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে-র এমেরিটাস অধ্যাপক প্রণব বর্ধন মহাশয়। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইএসআই-এর নির্দেশিকা, অধ্যাপক সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিন অব স্টাডিজ, অধ্যাপক প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক।

এই উপলক্ষে ভারতীয় ইকোনোমেট্রিক সোসাইটির পক্ষ থেকে অধ্যাপক প্রণব বর্ধনকে অধ্যাপক সি. আর. রাও শতবর্ষ স্মারক স্বর্ণপদকে সম্মানিত করা হয়। তাত্ত্বিক অর্থনীতি, উন্নয়নমূলক অর্থনীতি এবং প্রয়োগমূলক গবেষণায় তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান প্রদান করা হয়।

সমবেত অতিথিদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক বর্ধন সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় অর্থনীতি, পরিসংখ্যান এবং প্রমাণভিত্তিক গবেষণার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে একটি 'ক্রিয়েটিভ কর্নার'-এর উদ্বোধন করা হয়। এর পর আইএসআই-এর সদস্যদের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩১ সালের ১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় অধ্যাপক পি. সি. মহলানবিশের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট, ১৯৫৯ সালে সংসদ প্রণীত আইনের মাধ্যমে 'জাতীয় গুরুত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান'-এর মর্যাদা লাভ করে।

বিশ্ব মঞ্চে ভারতের সফট পাওয়ার এবং সাংস্কৃতিক বার্তা প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে ওটিটি

নতুন দিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর , ২০২৫

বিশ্ব মঞ্চে ভারতের সফট পাওয়ার এবং সাংস্কৃতিক বার্তা প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে ওভার-দ্য-টপ বা ওটিটি ক্ষেত্র।

এফআইসিসিআই – ইওয়াই মিডিয়া এন্ড এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি রিপোর্ট ২০২৫৫ অনুযায়ী ভিডিও সাবস্ক্রিপশন বাবদ রাজস্ব ২০২৪-এ ১১ শতাংশ বেড়ে ৯,২০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। গ্রাহকের সংখ্যা ৯.৫ থেকে ১১.৮ কোটির মধ্যে।

সরকারি সম্প্রচার মাধ্যমে মঞ্চ ওয়েভস ওটিটি এই বিষয়টিক আরও জোরদার করেছে। ব্যবহার করা হচ্ছে দূরদর্শন এবং আকাশবাণীর সংগ্রহশালাকেও। নবীন প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছেও ওয়েভস ওটিটি একটা বড় অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মঞ্চ চাঁদার ওপর নির্ভরশীল নয়। এক্ষেত্রে খরচ মেটানো হয় বিজ্ঞাপন দিয়ে। এখানে মেলে নানা ভাষায়

এরপর ৬ পাতায়

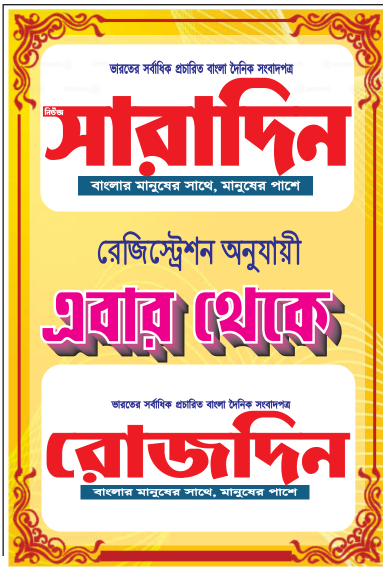

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

উগ্র বামপন্থার প্রভাব কমছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সংবিধানের সপ্তম তফশিল অনুযায়ী পুলিশ এবং জনশৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্যের আওতাধীন। তবে বাম উগ্রপন্থার মোকাবিলায় রাজ্যগুলির পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত সরকার। এই সমস্যা দূর করতে ২০১৫ সালে সর্বাত্মক জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় বহুমাত্রিক এবং বহুক্ষেত্রিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলও মিলেছে হাতেনাতে। হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা ২০১০-এর ১,৯৩৬ থেকে ৮৯ শতাংশ কমে ২০২৫ সালে ২২২ –এ দাঁড়িয়েছে। সাধারণ নাগরিক এবং নিরাপত্তাকর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যাও ২০১০-এর ১,০০৫ থেকে কমে ২০২৫-এ দাঁড়িয়েছে ৯৫ –এ। বাম উগ্রপন্থা প্রভাবিত জেলার সংখ্যাও ধারাবাহিকভাবে কমছে। ২০২৫-এর অক্টোবরে মাত্র ১১টি জেলা বাম উগ্রপন্থা প্রভাবিত বলে চিহ্নিত। এরই মধ্যে এখন মাত্র ৩ টি জেলা এই সমস্যায় বেশি দীর্ণ বলে সরকার জানিয়েছে।

জনজাতি প্রধান এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নকশালপন্থার মূলে আঘাত হেনেছে। পাশাপাশি নিরাপত্তা জোরদার করতে রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও নিরন্তর সক্রিয়।

বাম উগ্রপন্থার মোকাবিলায় নিরাপত্তা কাঠামো জোরদার করতে রাজ্যগুলিকে ধারাবাহিকভাবে অর্থ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র। নকশালপন্থীদের সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি ওই সব অঞ্চলে সড়ক এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাপনাকেও জোরদার করা হয়েছে।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিত্যানন্দ রাই।

সংস্কৃতির বৃহত্তর প্রচার এবং উপার্জন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রসারভারতী কনটেন্ট সিন্ডিকেশন কাঠামো চালু করলো

নতুন দিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫

সংস্কৃতির বৃহত্তর প্রচার এবং কনটেন্ট থেকে আয়ের জন্য প্রসারভারতী একটি খসড়া কনটেন্ট সিন্ডিকেশন নীতি ২০২৫ প্রস্তুত করেছে। আগ্রহী মানুষজন যাতে এবিষয়ে তাদের মতামত জানাতে পারেন, সেজন্য এই খসড়াটি প্রসারভারতীর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

এর আগে মিডিয়া পরিমণ্ডলে থাকা সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে ব্যাপক পরামর্শ করা হয়। এর মধ্যে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, টিভি সম্প্রচারক, রেডিও নেটওয়ার্ক, টেলিকম ক্যারিয়ার, আইপিটিভি অপারেটর, কনটেন্ট এগ্রিগেটার সকলেই ছিলেন। এর লক্ষ্য হল দূরদর্শন এবং আকাশবাণীর জাতীয় ও আঞ্চলিক কনটেন্ট, আর্কাইভ এবং সরাসরি সম্প্রচার থেকে উপার্জন করা। প্রসারভারতীর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে অর্থ উপার্জনও এর মধ্যে পরে।

এছাড়া খসড়া নীতিতে প্রসারভারতীর মালিকানাধীন, লাইসেন্স দেওয়া, সহ প্রয়োজিত সব কনটেন্টের থেকে উপার্জনের কথাও বলা হয়েছে।

প্রসারভারতীর পরিধি প্রসারিত এবং ভারতের সাংস্কৃতিক উপস্থিতিকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে খসড়া নীতিতে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতা গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে।

এতে ফ্ল্যাট ফি, উপার্জন ভাগ, ন্যূনতম নিশ্চয়তার সঙ্গে আয় ভাগের মতো নমনীয় লাইসেন্সিং মডেল রয়েছে।

লোকসভায় আজ শ্রী সেলভাগানাপতি টিএম-এর এক প্রশ্নের উত্তরে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগান এই তথ্য জানিয়েছেন।

(৪ পাতার পর)

সরকারি কাজ করে দ্রুত পেমেন্ট পেতে পোর্টাল তৈরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, খুশি ব্যবসায়ীরা

বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প নিয়ে ব্যবসায়ীদের ভরা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের ব্যবসাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে কলকাতা ও শিলিগুড়িতে ট্রেড অ্যান্ড এক্সপোর্ট সেক্টরের জন্য পৃথক বিজনেস হাব তৈরি করা হবে। আগামী দিনে প্যাকেজিং এবং ব্র্যান্ডিংয়ের উপর বিশেষ জোর দেবে সরকার। একইসঙ্গে ব্যবসায়িক সমস্যা দ্রুত মেটাতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করা হবে। সেটা দেখার জন্য মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দেন তিনি। সেই বোর্ডে রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলার ব্যবসায়িক সংগঠনকে যুক্ত করার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বুধবার একটি নতুন পোর্টাল চালু করা হয়। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রে সরকার বা বিভিন্ন সংস্থার কাজ শেষ করেও সময়মতো টাকা পান না ব্যবসায়ীরা। তার জেরে আর্থিক চাপ বাড়ে। এবার কাজ শেষ করে পোর্টালে আপডেট করলেই সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত টাকা দিতে বাধ্য থাকবে। তার উপর ৭২টি ব্যাঙ্ককে যুক্ত করা হয়েছে। যারা পেমেন্ট করে দেবে। আর রাজ্য সরকার তাদের পরে দিয়ে দেবে। একইসঙ্গে ওই পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগ জানালে দ্রুত পদক্ষেপ পর্যন্ত করা হবে। মনে রাখতে হবে বেঙ্গল হচ্ছে ইন্ডিয়ার কর্মাশিয়াল গেটওয়ে।'

বিশ্ব মঞ্চে ভারতের সফট পাওয়ার এবং সাংস্কৃতিক বার্তা প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে ওটিটি

বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু। সূচনার পর থেকেই সাড়া ফেলে দিয়েছে ওয়েভস ওটিটি। প্রথম বছরেই এই মঞ্চ থেকে বিষয়বস্তু ডাউনলোড করেছেন ৮০ লক্ষের বেশি গ্রাহক। জাল বিষয়বস্তু ও ভিডিওর সমস্যা রুখতে ১৯৫২-র সিনেমাটোগ্রাফ আইনে ২০২৩ সালে একটি নতুন ধারা সংযোজিত হয়। এর ফলে ২০০০ সালের তথ্য প্রযুক্তি আইন অনুযায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। ওটিটি ক্ষেত্রের রমরমার যুগে বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

লোকসভায় আজ শ্রীমতি পুনমবেন হেমতভাই মাডাম-এর এর প্রশ্নের উত্তরে এই সব তথ্য দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগান।

সিনেমার খবর

আমাকে একা ছেড়ে চলে গেলে : হেমা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র বেঁচে থাকলে আজ ৮ ডিসেম্বর পা দিতেন ৯০ বছরে। কিন্তু দিনটি উৎসবের নয়—শোকের। প্রায় দুই সপ্তাহ হলো বলিউডের 'হি-ম্যান' ভক্তদের, পরিবারকে ও ভালোবাসার মানুষদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। স্বামীর প্রয়াণের ঠিক পরেই জন্মদিন—এই শূন্যতা আরও গভীরভাবে অনুভব করছেন অভিনেত্রী হেমা মালিনী।

দীর্ঘ কর্মজীবনে অসংখ্য নারীর স্বপ্নপুরুষ ছিলেন ধর্মেন্দ্র। সেই মানুষটিই জীবনের এক পর্যায়ে প্রেমে পড়েছিলেন 'ড্রিম গার্ল' হেমা মালিনীর। প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরকে তালাক না দিয়ে, ধর্ম পরিবর্তন করেই হেমাকে বিয়ে করেন তিনি। তাদের সম্পর্ক সবসময় ছিল ভালোবাসা, টানাপোড়েন ও জটিল আবেগের এক সূক্ষ্ম মিশ্রণ।

স্বামীর প্রয়াণ এবং প্রথম জন্মদিন দুইয়ে মিলে আজ স্বভাবতই মন খারাপ হেমা মালিনীর। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে এক আবেগঘন পোস্ট লেখেন। হেমা লেখেন, 'তুমি নেই তাও সপ্তাহখানেক হলো। আমাকে একা ছেড়ে চলে গেলে। নিজের ভাঙা হৃদয়ের টুকরোগুলো জোড়ার চেষ্টা করছি।'

তার কথায়, 'আমি জানি তোমার আত্মা সারাজীবন আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি আমাকে সুন্দর দুই সন্তান দিয়েছ। তেমনই সুন্দর সময় কাটিয়েছি আমরা। তোমার দেওয়া সুখ-স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়েই কাটিয়ে দেব বাকি জীবন। শুভ জন্মদিন আমার ভালবাসা।'

এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রথম সংসারের দুই তারকা-পুত্র সানি দেওল ও ববি দেওলও পোস্ট দিয়েছে। বিশেষ করে সানি দেওল বাবাকে নিয়ে একটি পোস্ট দেন। অন্যদিকে, দুই কন্যা ঈশা দেওল এবং অহনা দেওলও তাদের পিতাকে প্রতিটি দিন মিস করার কথা জানিয়েছেন।

হঠাৎ সুশান্তের কথা মনে পড়ছে সারার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রীর সারা আলির প্রথম ছবিতে নায়ক ছিলেন সুশান্ত সিংহ রাজপুত। তাই অভিনেত্রীর অভিনয়সফরে বিশেষ জায়গা জুড়ে রয়েছেন প্রয়াত অভিনেতা। সেই কারণেই প্রায়ই সুশান্তকে স্মরণ করেন সারা। রোববার রাতেও তাই হঠাৎ সুশান্তের কথা মনে পড়ে গেল সারার। এই দিন পূর্ণ হল সারার প্রথম ছবি 'কেদারনাথ'-এর সাত বছর।

ছবির শুটিং সেট থেকে বেশ কিছু মুহূর্ত ভাগ করে নেন সারা। প্রথম ছবিটিই ছিল সুশান্তের সঙ্গে। ছবিগুলির সঙ্গে সারা লেখেন, 'কেদারনাথের' সাত বছর। ২০১৭ সাল পর্যন্ত ফিরে গেলে ভালোই হত। আমি একটি মুহূর্তও বদলাতে চাই না। শুধু সেই সুন্দর মুহূর্তগুলো নতুন করে উপভোগ করতে চাই। প্রতিদিন সেই মুহূর্তগুলো মনে পড়ে। এ মুহূর্তগুলো আমাকে যা যা শিখিয়েছে ও দিয়েছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

এ ছবি থেকেই ব্ল্যাক কফি, পাহাড়ে ট্রেক করা, চাঁদ নিয়ে চর্চা করা, ছবি তোলা, পাহাড়ি খাবার খাওয়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল সারার। এই সব বিষয়েই সুশান্ত অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন বলে জানান অভিনেত্রী। তাই প্রয়াত অভিনেতার জন্য সারা লেখেন, সুশান্ত, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই সব কিছুর সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য। সব সময়ে কৌতূহলী থাকতে হয়, নতুন কিছু জানার চেষ্টা করতে হয়— এই শিক্ষা আমাকে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

এর আগেও 'কেদারনাথ' ছবি ও সুশান্তের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করেছেন সারা।

২০২০ সালের ১৪ জুন বান্দ্রার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল সুশান্তের দেহ। তদন্তে জানা যায়, তিনি আত্মঘাতী হয়েছিলেন।

বিচ্ছেদের পর হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন ক্যাটরিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে অভিনেতা রণবীর কাপুরের সম্পর্ক চর্চিত প্রেম কাহিনীগুলোর মধ্যে একটি হলো অন্যতম। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকেই এ দুই তারকা জুটির প্রেম ছিল টিনসেল টাউনের হট টপিক। যদিও সেই সম্পর্ক পরিণতি পায়নি।

অভিনেতা এখন অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের সঙ্গে সুখে সংসার করছেন এবং দায়িত্ববান বাবা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। অন্যদিকে অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ অভিনেতা ভিকি কৌশলের ঘরনি।

তবে এ তারকা জুটির পুরোনো প্রেমকাহিনি আজও বলিপাড়ায় গুঞ্জন। সম্প্রতি এক ইউটিউব সাক্ষাৎকারে বর্ষীয়ান সাংবাদিক পূজা সামন্ত সেই দিনগুলোর স্মৃতিচারণা করেছেন। ব্রেকআপের পর ঠিক কতটা ভেঙে পড়েছিলেন ক্যাটরিনা কাইফ জানিয়েছেন পূজা।

সম্প্রতি জাহরা জানির ইউটিউব চ্যানেলে এসে পূজা সামন্ত ক্যাটরিনা-রণবীরের সম্পর্ক শেষ হওয়া প্রসঙ্গে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। এ বর্ষীয়ান সাংবাদিক জানিয়েছেন, 'আমরা যশরাজ স্টুডিওতে গিয়েছিলাম ক্যাটরিনার সাক্ষাৎকার নিতে। উনি কেবলই কাঁদছিলেন। একেবারে হাউমাউ করা কান্না। আর শুধু বলছিলেন—একটা ভুল করে ফেলেছি। আর এবার নিজের কাজ হারানোর জন্য আমিই দায়ী থাকব।'

সেদিন ক্যাটরিনা ভয় পেয়েছিলেন যে, তার ক্যারিয়ার বুঝি শেষ হয়ে গেল। অভিনেত্রীর ধারণা ছিল— অভিনেতা রণবীরের প্রেমে পড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বিষয়টি বেশি দূর গড়ায়নি এবং বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সেই ধাক্কায় তার অভিনয় জীবনই না শেষ হয়ে যায়—এই আশঙ্কা তাকে চরম চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল বলে জানান পূজা সামন্ত।

সম্প্রতি আমির খানের মেয়ের বিয়েতে রণবীর ও ক্যাটরিনার পোশাকের রঙ মিলে যাওয়ায় সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছিল, যা প্রমাণ করে তাদের 'আজব প্রেম কি গজব কাহানি' আজও বলিউডের সবচেয়ে আলোচিত সম্পর্কগুলোর একটি।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অভিনেতা ভিকি কৌশলের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। সম্প্রতি তাদের ঘর আলো করে এসেছে প্রথম সন্তান। অন্যদিকে রণবীর কাপুর ও আলিয়া দম্পতির জীবনে এসেছে কন্যা রাহা। যদিও সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেকেই জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন। কিন্তু ক্যাটরিনা ও রণবীরের প্রেম নিয়ে চর্চা আজও থেমে নেই।

বিশ্বকাপের সূচি দেখেই আতঙ্কে বড় দলগুলো, কিন্তু কেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাসের পর যে স্বস্তি এসেছিল বড় দলগুলির মধ্যে, সূচি প্রকাশের পর তা কর্পূরের মতো উবে গেছে। আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে এখন দলগুলির প্রধান চিন্তা ম্যাচের মাঝে লম্বা যাতায়াত, আমেরিকার তীব্র গরম এবং মেক্সিকোর ভয়ঙ্কর উচ্চতা। গ্রুপ সহজ হলেও কাজটা যে সহজ হবে না, তা এখন স্পষ্ট।

গ্রুপ বিন্যাসের পর স্পেনের কোচ লুই দে লা ফুয়েন্তেকে হাসিমুখে দেখা গেলেও, সূচি হাতে পাওয়ার পর সেই হাসি উধাও। স্পেনকে প্রথমে খেলতে হবে আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্বে আপ্পালাচিয়ান পর্বতের কোলে অবস্থিত আটলান্টায়। এখানে তাপমাত্রা থাকবে ৩৩ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদিও স্টেডিয়ামে ছাদ ঢাকার ব্যবস্থা থাকায় কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে।

কিন্তু এরপরই আসল চ্যালেঞ্জ। আটলান্টায় এক সপ্তাহ কাটানোর পর স্প্যানিশ দলকে উড়ে যেতে হবে মেক্সিকোর গুয়াদালাহারায়। প্রায় ২৮০০ কিলোমিটারের এই যাত্রা পেরিয়ে তাদের খেলতে হবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৭০০ মিটার উঁচুতে। সম্পূর্ণ ভিন্ন টাইম জোন এবং উপক্রান্তীয় জলবায়ুর এই পরিস্থিতিতে ফুয়েন্তের উদ্বেগজনক। স্পেনের কোচ বলেন, আমার সবচেয়ে চিন্তা ম্যাচের মাঝে যাতায়াত নিয়ে। তিন-চার দিন অন্তর হাজার হাজার কিলোমিটার যাত্রা করতে হবে আমাদের।

গুরুত্বপূর্ণ সৌদি আরব ম্যাচের পরই মেক্সিকো যাওয়ার কারণে অনুশীলনের জন্য হাতে সময় মিলবে মাত্র তিন দিন। উরুগুয়ের মার্সেলো বিয়েলসার দলের বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচটি সন্ধ্যায় হওয়ায় গরম থেকে রেহাই মিললেও হালকা বাতাসের সমস্যা থাকবে। যারা হারবে, তাদের রাউন্ড অফ ৩২-এর জন্য আবার ছুটতে হবে আমেরিকার মায়ামিতে।

তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা সেই দলগুলির, যাদের মেক্সিকোতে খেলতে হবে। মেক্সিকোর তিনটি মাঠের মধ্যে রাজধানীর অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামটি সবচেয়ে কঠিন। 'হ্যান্ড অফ গড'-এর সাক্ষী এই মাঠ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। হালকা বাতাসের কারণে এখানে বল অস্বাভাবিক বাঁক নেয়। আমেরিকার গোলকিপার টিম হাওয়ার্ড এই মাঠে ফুটবলকে 'সসার'-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মেক্সিকোর তৃতীয় মাঠ মন্টেরে যদিও কম উঁচুতে, কিন্তু আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্তে অবস্থিত এই মাঠ বিশ্বকাপের সময় সবচেয়ে বেশি গরমের সাক্ষী হবে। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পার হতে পারে, দেখা যেতে পারে তাপপ্রবাহ।

তুলনামূলকভাবে স্বস্তিতে থাকবে কানাডায় খেলা দলগুলো। ভ্যাঙ্কুভার ও টরন্টোর মাঠ দুটি কম উচ্চতায় অবস্থিত এবং এখানে চরম গরম বা বৃষ্টি কোনোটাই নেই। আমেরিকার ১২টি মাঠের মধ্যে ১১টিতেই ছাদ ঢাকার ব্যবস্থা থাকায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। তবে যে ইউরোপীয় দলগুলিকে দুপুরে খেলতে হবে, তাদের জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন হবে।

এই প্রেক্ষাপটে ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের তিনি ডাগআউটে বসতে দেবেন না; তাদের স্টেডিয়ামের ভেতরে রাখা হবে, যাতে তারা ঘেমেনেয়ে ক্লান্ত না হয়ে যান। বস্টন এবং নিউ ইয়র্কের মতো আরামপ্রদ শহরে খেলার সুযোগ পাওয়ায় ইংল্যান্ড কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

বোঝাই যাচ্ছে, এই বিশ্বকাপে শুধুমাত্র মাঠের খেলায় নয়, মাঠের বাইরের এই প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জগুলিকে জয় করাই দলগুলির জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হবে।

সমস্যার সমাধানে রদ্রিকে দ্রুত দলে চান গার্দিওলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রক্ষণ খুব ভুগছে ম্যানচেস্টার সিটি। ফরোয়ার্ডরা গোল করছেন ঠিকই, কিন্তু হজমও করছে তারা অস্বাভাবিক হারে। কোচ পেপ গার্দিওলা মনে করছেন- রক্ষণে এই ভোগান্তির একটা কারণ রদ্রির অনুপস্থিতি।

অনেক সমস্যার সমাধান এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডারকে এখনই পাচ্ছে না সিটি। আরও কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে তাদের।

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার পর গত দুই মাসে মাত্র এক মিনিট খেলতে পেরেছেন রদ্রি। ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ৫ অক্টোবর পাওয়া সেই চোট থেকে এখনও সেরে উঠেননি। তার ওপর আগের বছর এসিএল চোটের ধাক্কাও পুরোপুরি সামলে উঠতে সময় লাগছে।

গার্দিওলা বলেন, রদ্রি অন্য স্তরের খেলোয়াড়। একদম অন্যস্তরের। ফুলহ্যামের বিপক্ষে শেষ ২০ মিনিটেও যদি রদ্রি নামত, ঠিক মাঝখানে, জানেন কী হতো? শুধুমাত্র উপস্থিত থেকে, এমনকি বল না ছুঁয়েও? বাকি ১০ জন খেলোয়াড় নিরাপদ বোধ করে। সে বল স্পর্শ না করলেও অন্যরা আরও ভালো খেলে। শুধু সে থাকলেই এটা ঘটে। আর দেড় বছর ধরে আমাদের কাছে তা নেই।

ফুলহ্যাম, লিডস, বায়ার লেভারকুজেন এবং নিউক্যাসল- এই চার ম্যাচে সিটি হজম করেছে ১০ গোল। ৩২ গোল করে প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা তারা, কিন্তু হজম করা ১৬ গোল শীর্ষ ছয়ের মধ্যে যে কারও চেয়ে বেশি। এই সমস্যা সমাধানে রদ্রির জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষায় গার্দিওলা।

তিনি বলেন, আমরা তাকে চাই। কিছু খেলোয়াড় আছে যাদের বিকল্প পাওয়া সম্ভব নয়, তারা ভালো কেবল সে কারণেই নয় বরং অন্যদের জন্য তারা যা করে সে কারণে। অন্যরা ভাবে- ওখানে তো রদ্রি আছে। তারা বল তাকে দেয় এবং জানে (বল) হারাবে না। সে জানে কখন জায়গা ফাঁকা, কখন খেলায় পরিবর্তন করতে হয়, সে অনন্য।

বিশ্বকাপ নিয়ে শঙ্কায় মিলিতাও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যে শঙ্কা জেগেছিল, সেটাই সত্যি হলো। লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেলেন রিয়াল মাদ্রিদের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার আদের মিলিতাও। তার চোট ব্রাজিলের জন্যও বড় দুর্ভাবনার।

সব ঠিক থাকলে এপ্রিল নাগাদ ফিরতে পারেন মিলিতাও। তত দিনে ঘরোয়া মৌসুম থাকবে শেষ পর্যায়ে। বিশ্বকাপ চলে আসবে দুই মাসের দূরত্বে। শতভাগ ফিট না থাকলে কাউকেই দলে না নেওয়ার কথা জানিয়ে রেখেছেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। সেরে উঠার পাশাপাশি মাঠে ফিরে ছন্দ ও ফিটনেস প্রমাণ দেওয়ার চ্যালেঞ্জ থাকবে মিলিতাওয়ের কাঁধে।

এর চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে তার ক্লাব রিয়ালকে। চলতি মৌসুমে ষষ্ঠ ডিফেন্ডার হিসেবে চোট পেলেন মিলিতাও। রক্ষণ সাজানোর মতো খেলোয়াড়ও থাকছে না ভীষণ চাপে থাকা শাবি আলোন্সোর জন্য।

আগে থেকেই মাঠের বাইরে আছেন দানি কার্ভাহাল, ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড। তাদের অনুপস্থিতিতে রাইট-ব্যাক হিসেবে কাকে খেলাবেন সেটা ঠিক করতে হিমশিম খাচ্ছেন আলোন্সো। মিলিতাও না থাকায় এবার প্রায় ৩০ ম্যাচে আরেকজন সেন্টার ব্যাকের প্রয়োজন হবে রিয়াল কোচের।

এর আগে, দুইটি এসিএল চোটের ধাক্কায় দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে ছিলেন মিলিতাও। চলতি মৌসুমে তৃতীয়বার চোট পেলেন তিনি। আগের দুইবার তেমন ভুগতে হয়নি তাকে। এবারের চোট বেশ গুরুতর।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR